ভোরের কাগজ

তারিখ 20 JAN 20 3
পৃষ্ঠা … কলাম …

ইনস্টিটিউট অফ বিজনেস এডমিনিস্ট্রেশন, রাজশাহী

সফল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হওয়া সত্ত্বেও সহযোগিতার বদলে প্রশাসনিক হয়রানি!

রাজশাহী থেকে সাইদুর রহমান ও আবু নোমান সজীব : বাণিজ্য বিভাগের শিক্ষার্থীদের উচ্চ শিক্ষা প্রদানের উদ্দেশ্যে উত্তরাঞ্চলে সর্বপ্রথম প্রতিষ্ঠিত ইনস্টিটিউট অফ বিজনেস এডমিনিস্ট্রেশন (আইবিএ) রাজশাহী সরকারি কোনোপ্রকার সাহায্য সহযোগিতা ছাড়াই এগিয়ে চলছে। বেসরকারি উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত এ প্রতিষ্ঠানটি সরকারি কোনো সহযোগিতা তো পাচ্ছেই না উল্টো বিভিন্নভাবে প্রশাসনিক হয়রানির শিকার হচ্ছে।

সূত্রমতে, উত্তরবঙ্গের অনগ্রসর বৃহৎ জনপদের ছাত্রছাত্রীদের সমান শ্রেণীর পেশাদারি শিক্ষায় শিক্ষিত করার মহৎ উদ্দেশ্যে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের কতিপয় অভিজ্ঞ শিক্ষক ও স্থানীয় কয়েকজন বিদ্যানুরাগী ব্যক্তির একান্ত প্রচেষ্টায় ১৯৯৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে এ প্রতিষ্ঠানটি স্থাপিত হয়। উত্তরাঞ্চলের গরিব ও মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের নাগালের মধ্যে স্বল্প খরচে আন্তর্জাতিক মানের পেশাদারি শিক্ষা প্রদানই এ প্রতিষ্ঠানের মূল উদ্দেশ্যে। কারণ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়া সমগ্র রাজশাহী বিভাগে আর কোনো পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে নেই। এর ফলে অনেক সময় অনেক গরিব ও মেধাবী ছাত্রের পক্ষে বিভিন্ন ব্যয়বহুল প্রতিষ্ঠানে ভর্তি সম্ভব হয় না। আর এ সকল গরিব কিন্তু মেধাবী শিক্ষার্থীদেরকে অত্যন্ত কম খরচে পাঠদানের উদ্দেশ্য নিয়েই এ প্রতিষ্ঠানটি স্থাপিত হয়।

আইবিএ রাজশাহী চালু হওয়ার পর থেকেই অন্যান্য বেসরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের চেয়ে অনেকটা ব্যতিক্রমীভাবেই তাদের কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। শিক্ষক নিয়োগ করা হয় বিদেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো কন্ট্রাক্টের ভিত্তিতে যার ফলে ঐ সকল শিক্ষকরা তাদের দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করে এবং এতে শিক্ষার মানও বৃদ্ধি পায়। এছাড়া এ প্রতিষ্ঠানের সকল শিক্ষকই রাজশাহী ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইবিএ বিভাগের। এ প্রতিষ্ঠানের আরো একটি মূল বৈশিষ্ট্য ইংল্যান্ড ও আমেরিকার নেতৃত্বস্থানীয় বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে সিলেবাস প্রণয়ন করা। যার ফলে এখান থেকে ডিগ্রি অর্জন করে বিদেশেও চাকরি লাভ বা আরো উন্নত ডিগ্রি লাভ করা যায়। এছাড়াও এ প্রতিষ্ঠান এবং আমেরিকার একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের যৌথ পরিচালনায় একটি এমবিএ কোর্স খোলার প্রক্রিয়া চলছে এবং অচিরেই তা চালু হবে বলে সূত্র জানায়।

এদিকে গত বছরেও জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় অধিভুক্ত সকল ইনস্টিটিউট-এর মধ্যে আইবিএ রাজশাহী সবচেয়ে ভালো ফলাফল করেছে। তারপরেও এ প্রতিষ্ঠানটি সরকারি কোনো সহযোগিতা তো পাচ্ছেই না উল্টো বিভিন্নভাবে প্রশাসনিক হয়রানির শিকার হচ্ছে। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় অনুমোদিত এ প্রতিষ্ঠান জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমেই হয়রানির শিকার হয় বেশি। দুবছর পূর্বেই আইন বিভাগ খোলার জন্য আবেদন করা হলেও অনেকবার ধরনা দেওয়ার পরও এখন পর্যন্ত সে অনুমতি দেওয়া হয়নি।

আইবিএ রাজশাহীর পরিচালক রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের সাবেক শিক্ষক ও ডীন প্রফেসর এম বদরউদ্দীনের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, ভবিষ্যতে এ প্রতিষ্ঠানটিকে পরিপূর্ণ বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরের ইচ্ছা রয়েছে। এছাড়া আইন, বিএসসি ইন কম্পিউটার সায়েন্স ও এমবিএ— এ তিনটি বিষয় খোলার ইচ্ছাও রয়েছে বলে তিনি জানান। তিনি আরো জানান, অনেক শিক্ষার্থীরই এমন ধারনা রয়েছে যে শুধুমাত্র ঢাকাতেই ভালো শিক্ষা পাওয়া সম্ভব। কিন্তু আমরা অনেক কম খরচে রাজশাহীতেই উন্নতমানের শিক্ষা প্রদান করছি।